গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক জোন, খুলনার কার্যালয়
সড়ক ভবন, বয়রা, খুলনা।
ফোনঃ ০৪১-৭৬১৩৭৮।
ই-মেইলঃ acekhu@rhd.gov.bd

স্মারক সংখ্যাঃ ৩৫.০১.৪৭৫১.০১৪.০২.০০১.২১-৩২২৬ তারিখঃ ১৯-০৪-২০২২

"গণশুনানী বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখ বুধবার দুপুর ২.৩০ টা হতে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক জোন, খুলনার (সড়ক বিভাগ, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/যশোর/নড়াইল/মাগুরা/কুষ্টিয়া/ চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/ঝিনাইদহ) কার্যক্রম সম্পর্কে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত গণশুনানী অনুষ্ঠানে সড়ক জোন, খুলনার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

উক্ত গণশুনানীতে উপস্থিত হয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক জোন, খুলনার কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো অভিযোগ/পরামর্শ থাকলে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

গণশুনানী অনুষ্ঠানের স্থান

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর কার্যালয়
খুলনা সড়ক জোন, সড়ক ভবন, বয়রা, খুলনা।

(সৈয়দ আসলাম আলী)
পরিচিতি নং-০০১০৪৯
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(চঃদাঃ), সওজ
সড়ক জোন, খুলনা।

স-১০৬৮ (৪×৩)

Dhaka North City Corporation
Traffic Engineering Circle
Plot # 23-26, Road # 46, Gulshan-2, Dhaka-1212.

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

Memo No. 46.10.0000.043.99.066.2020.39 Date: 21.04.2022

Request for Expression of Interest (REOI) for Selection of Individual Consultant (National)

Dhaka North City Corporation (DNCC) signed a collaboration agreement with Vital Strategies to strengthen road safety efforts in DNCC under Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety (BIGRS). Under this agreement Dhaka North City Corporation (DNCC) intended to apply its funds received from Sub Grant from BIGRS to recruit following Individual Consultant (National) for a period of 12 (Twelve) Months each to work as a team member of Traffic Engineering Circle, Dhaka North City Corporation.

SL	Name of Post	Qualification & Experience	Number of post	Duration
01	Transport Coordinator	Master's degree in transportation engineering/ Civil Engineering; 15 to 20 years of work experience.	1 (one)	12 (Twelve) months
02	Surveillance Coordinator	Masters Degree in public health, epidemiology, transportation engineering, biostatistics or relevant field; 10 years of work experience.	1 (one)	12 (Twelve) months
03	Enforcement Coordinator	Bachelor's degree in any discipline; 15 to 20 years of work experience in the Bangladesh Police.	1 (one)	12 (Twelve) months
04	Communication Officer	Bachelor Degree in Journalism or Government Public Relations or relevant field; 5 years of work experience.	1 (one)	12 (Twelve) months

Interested candidates may obtain Terms of Reference (ToR) for the above mentioned positions from the web site of Dhaka North City Corporation (DNCC) (https://www.dncc.gov.bd) or collect from the office of undersigned or collect on request through email to ee_tec@dncc.gov.bd.

The Expression of Interest including the filled Request for Application (RFA) must be submitted to office of the undersigned on or before **26.05.2022 within 5.00pm**. EOIs received after the deadline of submission will not be consider for short listing. The consultants will be selected using the individual consultant selection procedures as per Public Procurement Rules (PPR) 2008.

Special Instructions: The procuring entity reserves the right to accept or reject any or all EoIs without assigning any reason whatsoever.

Md. Farhad
Executive Engineer (Civil)
Traffic Engineering Circle
Dhaka North City Corporation, Dhaka.

ক-৩২৫ (৭×৪)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

৪, সোবহানবাগ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭
☎ ৫৮১৫৫০৩৪, ৫৮১৫৫০৭৭, ৫৮১৫৫১১৬, ৯১০৩১৭১-৩ (পিএবিএক্স)
৫৮১৫২৪৭৬ (ফ্যাক্স)

P-5,

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, মে ২০২২

তারিখ ও সময়	স্থান ও ফি	কোর্স সমন্বয়কারী
1 Public Service Innovation		
মে ০২-০৩ ১০:০০-১৬:০০	বিআইএম ঢাকা ৬,০০০/-	ফারখুন্দা তরিন সেল :০১৭১১-৯০৭৪১৮ ই-মেইল : farkhunda.dorin@bim.gov.bd dorin.bim@gmail.com
2 Strategic Brand Management for Effective Marketing		
মে ১৫-১৬ ১৭:৩০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৯,০০০/-	ড. উত্তম কুমার দত্ত সেল :০১৭১৫-৭৮২০৫৪ ই-মেইল : uttam.datta@bim.gov.bd ukdatta1969@gmail.com
3 Research Methodology with the Application of SPSS		
মে ২২-২৬ ১৭:৩০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৭,০০০/-	মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান সেল :০১৮১৯-২৩১২১৯ ই-মেইল : sayeedur.rahman@bim.gov.bd sayeed19@gmail.com আকলিমা জামান সেল: ০১৮১৬-৫৯১৮৮৪ ই-মেইল : aklima.zaman@bim.gov.bd zamanaklima@gmail.com
4 Marketing and Sales Management for the Executive		
মে ২২-জুন ০২ ১৭:৩০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৯,০০০/-	ড. উত্তম কুমার দত্ত সেল :০১৭১৫-৭৮২০৫৪ ই-মেইল : uttam.datta@bim.gov.bd ukdatta1969@gmail.com

উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপকদের জন্য উপযোগি। যে কোন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ব্যক্তি উল্লেখিত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোর্সসমূহে অংশগ্রহণের জন্য কোর্স ফি মহাপরিচালক, বিআইএম - এর অনুকূলে যে কোন তফশিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। বিস্তারিত ওয়েব সাইট দেখুন: www.bim.gov.bd

তাহমিনা আখতার
মহাপরিচালক

স-১১০৭ (৬×৩)

বিআইএম

ভ্রমণপিয়াসিদের পদচারণায় মুখরিত সিলেট

P-16/2
ইত্তেফাক
6 May 2022

জাফলংয়ে পর্যটকদের ওপর হামলা

■ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

এবার ঈদের লম্বা ছুটিতে বৃষ্টিমাখা সিলেটের পর্যটন স্পটগুলো ভ্রমণপিপাসুদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ দুই বছর পর বাঁধনছাড়া পর্যটকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসাকেন্দ্রগুলোকেও নানা রঙে রাঙান হয়েছে। বিশেষ করে রাতের আলোয় ঝলমল করে নামিদামি হোটেল রিসোর্টগুলো। অন্যদিকে সিলেট ট্যুরিস্ট পুলিশের পুলিশ সুপার আলতাফ হোসেন ইত্তেফাককে জানালেন, ঈদের ৯ দিনের ছুটিতে সিলেটে আগত লক্ষাধিক পর্যটকের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে তারা দায়িত্ব পালন করছেন। এ জন্য সিলেট বিভাগকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে ট্যুরিষ্ট পুলিশ কাজ করছে।

উল্লেখযোগ্য স্পটগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে জানিয়ে ট্যুরিষ্ট পুলিশের রিজিওন্যাল ইন্সপেক্টর আক্তার হোসেন জানান তাদের লোক সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে। যাতে চুরি, ছিনতাই বা কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড না ঘটে। অন্যদিকে হাইওয়ে পুলিশকেও ঢেলে সাজানো হয়। ঈদযাত্রায় যাতে মানুষকে বিড়ম্বনায় পড়তে না হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে জাফলং স্পটে টোল আদায়কে কেন্দ্র পর্যটকদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় সেখানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ জানায়, টোল আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজনকে প্রত্যাহার করে তাদের থানায় নেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ছিল। দুপুরের আগেই আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস থাকার পরও ভ্রমণের সুযোগ কেউ হাত ছাড়া করতে চাননি। বৃষ্টি তাদের থামাতে পারেনি। নগরীর আশপাশের চা-বাগানে ছিল উপচে পড়া ভিড়। নানা বয়সি মানুষে লোকারণ্য হয়ে পড়ে পার্কগুলো। অনেকেই পরিবার নিয়ে ঈদের আগেই সিলেটে পৌঁছান ছুটি পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে। তবে অনেকেই এসেছেন ঈদের পরের দিন।

ঢাকা থেকে পরিবার নিয়ে এসেছিলেন অর্ণব। সঙ্গে মা-বাবা। ঈদের দিন গিয়েছিলেন জাফলং ঘুরতে। দুপুরে জিরো পয়েন্টে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মুখোমুখি পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সিলেট : ঈদের ছুটিতে জৈন্তাপুরে পর্যটক... —ইত্তেফাক

ভ্রমণপিয়াসিদের পদচারণায়

P-16+2
ইত্তেফাক
6 May 2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

হন তারা। 'দৌড়ে গিয়ে কোথায় আশ্রয় নেওয়ারও সুযোগ ছিল না,' জানিয়ে তিনি বললেন, 'হাজার হাজার পর্যটক ঝড়ের কবলে পড়ি।' অর্ণবের বাবার প্রশ্ন, এমন একটি পর্যটন স্পটের ব্যবস্থাপনা এরকম ভাবতে পারি না। অথচ মানসম্মতভাবে এটিকে প্রস্তুত করলে বিরাট আয়ের উৎস হতে পারে।' সেখানে বাথরুমের তীব্র সমস্যা। নৌকাগুলোও ইচ্ছে মতো দাম হাঁকে। শৃঙ্খলা নেই বলে মন্তব্য করলেন তারা।

গেল দুই বছর করোনার জন্য পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসা হয়নি সিলেটেও। এবার সিলেটের হোটেল-মোটেলগুলো সাজানো হয়েছে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে। সিলেটের মৃতপ্রায় পর্যটন স্পটগুলো সজীব হয়ে উঠেছে। সিলেটের উত্তরে মেঘালয়ের আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, ঝরনাধারা পাহাড়ি পিয়াইন নদীর তলদেশের পাথররাজির ওপর স্বচ্ছ পানির স্রোতধারা, আকাশের নীলে সাদা সাদা মেঘরাজি, চা-বাগানের সবুজ দেখে তারা মুগ্ধ। সিলেটে দিন দিন পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। তবে স্পটগুলোর আরো যত্ন নেওয়া দরকার বলেছেন অনেকেই। তারা বলেন, এ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আর্জনের সুযোগ রয়েছে প্রচুর।

সিলেটে অন্যতম পর্যটন স্পটগুলোর মধ্যে জাফলং, পান্তুমাই ঝর্ণা, মাধবকুণ্ড, বিছনাকান্দি, স্বেচ্ছপুষ্কির নিচে সাদাপাথর, হামহাম জলপ্রপাত, খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের মনোলোভা দৃশ্য, মনপুরুষের খাসিয়া পল্লি, তামাবিল স্থলবন্দর, সবুজ চা-বাগান, খাদিম ফরেস্ট, সুনামগঞ্জের রামসারভুক্ত টাঙ্গুয়া ও হাকালুকি হাওর, টেকের ঘাট, যাদুকাটা নদী,বারাইক্কা টিলা, শ্রীমঙ্গলে টি-রিসোর্ট, মাধবপুর লেক, গোলাপগঞ্জে শ্রীচৈতন্যের মন্দির, সিলেট ও সুনামগঞ্জে হাসন রাজার মিউজিয়াম,ডলুরা শহিদ মিনার, টিলাগড় ইকোপার্ক, ঐতিহাসিক ক্বিন ব্রিজ,আলী আমজাদের ঘড়ি, ভিআইপি সার্কিট হাউজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এমসি কলেজ ক্যাম্পাস, সিলেট আন্তর্জাতিক ওসমানী বিমানবন্দর এলাকা, জকিগঞ্জে বরাক-সুরমা কুশিয়ারা তিন নদীর মোহনায় অমলসিদ, লালাখাল। এবারও পর্যটকদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠে। লাক্কাতুড়া চা-বাগান, মালনীছড়া চা-বাগান, ওসমানী শিশু উদ্যান, আলমপুরস্থ জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশুপার্ক, জল্লারপাড়স্থ ওয়াকওয়ে, ক্বিন ব্রিজ, কাজিরবাজার ব্রিজে ঈদের আগের দিন থেকেই পর্যটকদের ঢল নামে।

পর্যটন সপ্তাহ ঘোষণা : ঘন সবুজের সমারোহে আচ্ছাদিত পাহাড়, নদী, চা-বাগান, আর স্বচ্ছ জলে পাথরের ঘেরা সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র গোয়াইনঘাট। এখানকার পর্যটন কেন্দ্র জাফলং, বিছনাকান্দি, রাতারগুল, মায়াবী ঝর্ণা, পানতুমাইয়ের ঝর্ণাধারাসহ সব ক'টি পর্যটনস্পট ব্যাপক সাজে সজ্জিত করা হয়। আবাসিক হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন কসমেটিকস ও উপহার সামগ্রীর দোকানগুলো সাজানো হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আমেজে। ক্রেতারাও ভিড় করছেন।

গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. তাহমিলুর রহমান বলেন, ৩ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত পর্যটন সপ্তাহ ঘোষণা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

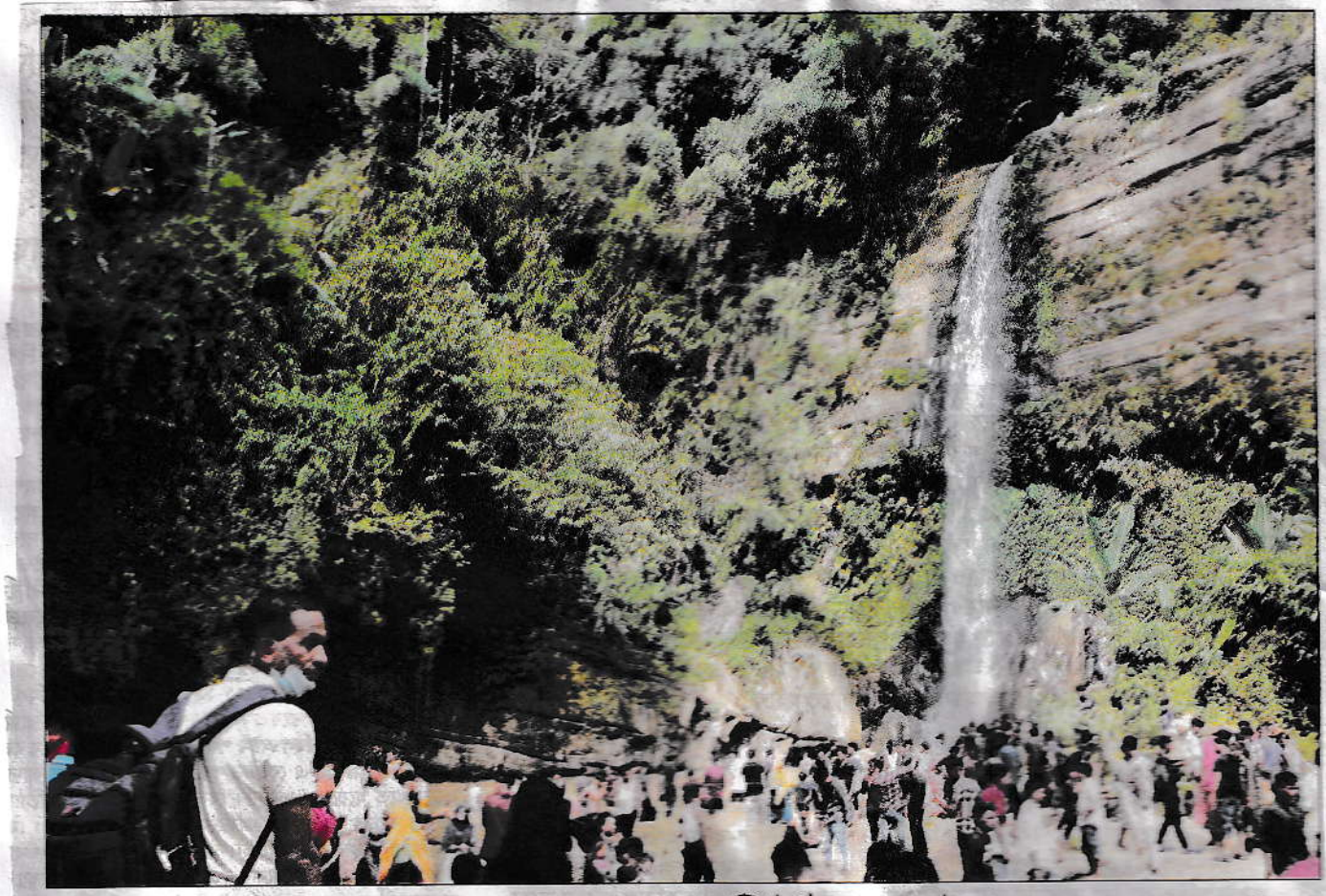

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) : মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে পর্যটকের ভিড়

P-7, Dhaka, 9 May 2022

—ইত্তেফাক

দুই বছর পর জমজমাট মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ও ইকোপার্ক

■ বড়লেখা (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

করোনার বিধিনিষেধের কারণে গেল দুই বছর ঈদের ছুটিতে প্রকৃতি কন্যা মাধবকুণ্ডে পর্যটকদের আনাগোনা ছিল অনেকটাই কম। এতে পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী, ইজারাদার ও এর সঙ্গে জড়িত সবার দুর্দিন গেছে। তবে এই চিত্র পাল্টেছে এবারের ঈদে। কার্যত বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ায় ঈদুল ফিতরের ছুটিতে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে দেখা গেছে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ইজারাদারসহ সবার মুখে হাসি ফিরেছে। ঈদের দিন মঙ্গলবার থেকে গতকাল রবিবার বিকেল তিনটা পর্যন্ত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ও ইকোপার্কে প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ২২ হাজার পর্যটক প্রবেশ করেছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঈদের দিন মঙ্গলবার মাধবকুণ্ডে বেড়াতে আসা বেশির ভাগই মানুষই ছিলেন বড়লেখা ও আশপাশের উপজেলার। ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকারও দর্শনার্থী ছিলেন। তবে বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার স্থানীয় লোকজন ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যটকেরা বেড়াতে আসেন।

সরেজমিনে মাধবকুণ্ড ইকোপার্কে প্রবেশের আগে সড়কে প্রায় এক কিলোমিটার যানজটের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। সেখানে যানজট নিরসনে কাজ করছিলেন ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্যরা। মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক এলাকায় পৌঁছার পর বিভিন্ন বয়সি মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। বিভিন্ন পণ্যের দোকান, খাবার হোটেলগুলোতেও ভিড় ছিল বেশি। জলপ্রপাত এলাকায় প্রবেশের পর দেখা গেছে মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। দল বেঁধে মাধবকুণ্ডের জলে নেমে হই-হুল্লোড় আর আনন্দ-উল্লাসে মেতেছিল নানা বয়সি মানুষ। কেউ কেউ ঝরনার জলে সাঁতার কাটছিলেন। আবার অনেকে পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রায় ২০০ ফুট ওপর থেকে অবিরাম ঝরনার জলপতনের দৃশ্য ও আশপাশের সবুজ প্রকৃতি উপভোগ করছিলেন। স্মৃতি হিসেবে ধরতে রাখতে এসব দৃশ্য তারা ক্যামেরা বন্দি করছিলেন।

স্বস্তিতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা

বন বিভাগের বড়লেখা রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা শেখর রঞ্জন দাস বলেন, মঙ্গলবার থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত আনুমানিক ২০ থেকে ২২ হাজারের মতো পর্যটক মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এলাকায় প্রবেশ করেছেন

স্বজনদের নিয়ে আসেন বড়লেখার দক্ষিণভাগ উত্তর ইউনিয়নের বাসিন্দা তরুণ শাহরিয়ার শাকিব। তিনি বলেন, 'মাধবকুণ্ড আমাদের ইউনিয়নেই। তবে সব সময় আসা হয় না। ঈদ উপলক্ষে আসা।' মাধবকুণ্ড বেড়াতে আসা তরুণ ব্যবসায়ী সুলতান আহমদ বলেন, 'ঈদে অবসর থাকায় ঘুরতে এসেছি। ভালো লাগছে। তবে পর্যটকদের জন্য এখানকার ব্যবস্থাপনাটা আরো ভালো করার দরকার।' আলোকচিত্রী মো. রহিম উদ্দিন বলেন, 'করোনার সময় দুই বছর ঈদের সময় মাধবকুণ্ড বন্ধ থাকায় খুব কষ্ট হয়েছিল। এবারের ঈদে কোনো বাধানিষেধ নেই। তাই লোকজন আসছেন।' ব্যবসায়ী কবির হোসেন বলেন, 'করোনার কারণে গত দুই বছরের ঈদে লোকজন ছিলেন না। আমাদের ব্যবসায় মন্দা ছিল।'

মাধবকুণ্ডে ট্যুরিস্ট পুলিশের দায়িত্বে থাকা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মিজানুর রহমান বলেন, 'ঈদের দিন থেকে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশ কাজ করছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।' বন বিভাগের বড়লেখা রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা শেখর রঞ্জন দাস বলেন, 'মঙ্গলবার থেকে গতকাল রবিবার দুপুর পর্যন্ত আনুমানিক ২০ থেকে ২২ হাজারের মতো পর্যটক মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এলাকায় প্রবেশ করেছেন। পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশ ছাড়াও বনবিভাগ এবং ইজারাদারের লোকজন কাজ করছেন।'

সিলেটে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত

P-1,15 Ittefaq 22 May 2022

কমলগঞ্জে প্রতিরক্ষা বাঁধে ফাটল • কোম্পানিগঞ্জে ত্রাণ বিতরণে হাঙ্গামা, পুলিশের লাঠিপেটা

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

সিলেটে পাহাড়ী ঢল হ্রাস পেয়েছে। তবে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। শনিবার দুপুরে রোদ উঠলেও ভোরে ও বিকালে বৃষ্টি হয়েছে। বন্যাজনিত কারণে বিশুদ্ধ পানির অভাব,রাস্তাঘাট ও বাঁধ ভেঙ্গে বানভাসি মানুষ অবর্ণনীয় কষ্টে আছেন। সর্বোপরি পণ্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে এলাকাবাসীর নাভিশ্বাস উঠেছে। অনেক স্থানে ত্রাণের স্বল্পতা রয়েছে। শনিবার দুপুরে বন্যা কবলিত কোম্পানীগঞ্জে জেলা পরিষদের সামনে ত্রাণ বিতরণের সময় হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ লাঠি পিটা দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়রা জানান, ত্রাণের তুলনায় সাহায্যপ্রার্থী বেশী ছিল।

এদিকে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ধলাই নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতিরক্ষা বাঁধের ১০টি স্থান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৌর এলাকার করিমপুরসহ ৫টি স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে ফলে হুমকির মুখে এলাকাবাসী। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অতিরিক্ত প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম ইত্তেফাককে জানান, ফাটল অংশ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে। পৌরসভার কাউন্সিলর দেওয়ান আব্দুর রহিম মুহিন জানান, করিমপুর এলাকায় প্রতিরক্ষা বাঁধে ধসে ৮-১০ ফুট বাঁধের মাটি পানিতে চলে গেছে। যে কোন মুহূর্তে বাঁধটি ভেঙ্গে যেতে পারে। আতংকে এলাকাবাসী। মৌলভীবাজার এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আক্তার"জ্জামান বলেন, লক্ষীপুরে নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বাঁধটি মেরামতের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

এদিকে সিলেটের সুরমা নদীর পানি কিছুটা কমায় নগর সহ আশপাশের এলাকা থেকে পানি কিছুটা নেমেছে। তবে

সিলেট নগরীর চিত্র আগের অবস্থায় ফিরতে আরো অন্তত: ৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, সিলেট ও সুনামগঞ্জের অন্তত: ১৫ লক্ষাধিক পানিবন্দী মানুষকে অন্তত: ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, সিলেটে ৩৩ টি বাঁধ ভেঙ্গে এবং ১৫ কি.মিটার বাঁধ উপচে বিভিন্ন এলাকায় পানি ঢুকেছে। বাঁধ ছাড়াও পাহাড়ী নদী-খাল ও ছড়া দিয়ে পানি নেমে শহর-গ্রাম জনপদে বন্যা দেখা দেয়। বন্যা কবলিত এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট চলছে। নৌযান সংকটও রয়েছে। শনিবার সিলেটে বিভিন্ন নৌকা-হাটে নৌকা বিক্রয় হতে দেখা যায়।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো মজিবর রহমান বলেন, সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

সিলেটে সার্বিক বন্যা

P-15 Ittefaq 22 May 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উন্নতি হয়েছে। তবে প্লাবিত এলাকাগুলো থেকে পানি এখনও নামেনি। সরকার বন্যার্তদের সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। সিলেটের ১৩টি উপজেলার ৮৫টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। ৩২৬টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

শনিবার বিকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহিদুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। তবে আরো কয়েকদিন পানিবন্দি থাকতে হবে বন্যার্তদের। যেসব স্থানে বাঁধ ভেঙেছে সেখানে নতুন করে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সিলেটে নদী,খাল ড্রেজিংয়ের লক্ষ্যে নতুন একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চলছে। সুরমার ড্রেজিং হলে সিলেটের বন্যার প্রকোপ কম হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড শনিবার বিকাল ৩ টায় কানাইঘাট পয়েন্টে সুরমা নদীর বিপৎসীমার ৯৫ সেন্টিমিটার ও সিলেট পয়েন্টে বিপৎসীমার ২৩ সেন্টিমিটার, কুশিয়ারা নদীর অমলসীদ পয়েন্টে বিপৎসীমার ১ দশমিক ৫৬ সেন্টিমিটার, শেওলায় ৫৫ সেন্টিমিটার ও ফেঞ্চুগঞ্জ পয়েন্টে ৩৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এখনো নগরীর অনেক এলাকা জলমগ্ন:

সুরমার পানি কমলেও নগরীর অনেক এলাকা এখনো জলমগ্ন। বিদ্যুৎ ও গ্যাস, খাবার পানির সংকটের পাশাপাশি উপদ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগ। শনিবারও নগরের প্লাবিত এলাকার অনেক বাসিন্দাকে অন্যত্র চলে যেতে দেখা যায়। গত ১০ মে থেকে পাহাড়ি ঢল নামতে শুরু করেছে। ১৩ মে থেকে সিলেট নগরীর উপশহর সহ নদী তীরবর্তী আবাসিক এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়।

ভয়াবহ বন্যার কারণে মানবতের দিন পার করছেন সিলেটের জকিগঞ্জের বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষ। ভারতের বরাক নদী হয়ে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতিতে বানভাসি লোকজন চরম দুর্ভোগে। ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে সুরমা-কুশিয়ারার একাধিক স্থানে। হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দি। চারপাশে পানি থাকায় বাড়িঘর থেকে বের হতে পারছেন না বন্যা কবলিতরা। পানির স্রোতে ভেসে গেছে অনেকের ঘরের মজুদ খাদ্য। কাজ নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। চরম খাদ্য সংকট। ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা বানভাসীরা নৌকা দেখলেই ত্রাণের আশায় ছুটে যান। ক্ষতির তুলনায় সরকারি ত্রাণ বরাদ্ধ অপ্রতুল।

সিলেট জেলার ১৩ উপজেলার বন্যা কবিলতি বিভিন্ন এলাকায় বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট চলছে। এ প্রেক্ষিতে সিলেট জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ বেশ কিছু কার্যকরী উদ্যোগ নেয়। শুক্রবার কানাইঘাট উপজেলায় পানি পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল টিট্রমেন্ট প্লান্ট দ্বারা বন্যাকবলিত এলাকায় দূর্গত মানুষের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ করেছে। এসময় সিলেট জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আলমগীর হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে অপর আরেকটি মোবাইল টিট্রমেন্ট প্লান্ট দ্বারা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২ নং ও ১৩ নং ওয়ার্ড এ দূর্গত মানুষের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ করেছে।

প্র

তরুণ প্রজন্ম যাইবে কোথায়!

P-8, Ittefaq
4 June 2022

'হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি...দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' বহুকাল পূর্বে এই আকুতি জানাইয়াছিলেন কবিগুরু। বিশ্বকবির সেই আবেদন উপেক্ষিত হইয়াছে। একবিংশ শতাব্দীর রঙিন বিশ্বে কংক্রিটের স্তূপে চাপা পড়িয়াছে সবুজ অরণ্য। অবহেলা-অরাজকতায় বিলীন হইয়াছে অধিকাংশ খেলার মাঠ, পার্ক, উন্মুক্ত ফাঁকা জায়গা। অথচ সুস্থ বিনোদনের 'পীঠস্থান' হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে এইগুলি। মেধা-মনন বিকাশে ইহাদের বিকল্প নাই—সচেতন ব্যক্তিমাত্রই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন। সকল যুগেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের জন্যই খেলার মাঠ, পার্ক সমভাবে জরুরি। নয়া সভ্যতার আধুনিক সমাজে দাঁড়াইয়া এই যুক্তির যথার্থতা অতিমাত্রায় উপলব্ধি করিতেছি আমরা। নির্বিচারে খেলার মাঠ ধ্বংসের মাসুল হিসাবে এই প্রজন্মের সুস্থ-স্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিবার পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার পর বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদ এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'এই যে খেলার মাঠ সব দখল হয়ে যাচ্ছে, ছেলেরা সব কই যাবে? রাস্তাঘাটে ঘুরবে, অকারণে বাজারে যাবে, মানুষের পকেটে হাত ঢোকাবে।' এই উক্তি আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমগুলি সংকুচিত হইয়াছে। নির্বিচার দখলের কবলে পড়িয়া অধিকাংশ খেলার মাঠ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, জরাজীর্ণ অবস্থা অবশিষ্টগুলির। এই চিত্র সারা দেশেই। রাজধানী ঢাকাসহ নগর-মহানগরগুলোর খেলার মাঠ, পার্ক বিলুপ্ত হইয়াছে জ্যামিতিক হারে। বিশেষ করিয়া, বিগত দুই-তিন দশককালে নির্বিচারে ধ্বংস করা হইয়াছে খেলার মাঠ-পার্ক-উন্মুক্ত প্রান্তর। ফলে এই প্রজন্ম আঁকড়াইয়া ধরিতেছে অসুস্থ বিনোদন। সুস্থ বিনোদনব্যবস্থার অভাবহেতু বিজাতীয় সংস্কৃতির হাত ধরিয়া পশ্চাতপথে হাঁটিতেছে এই প্রজন্ম। সাম্প্রতিক সময়ে তরুণ সমাজের অধিকহারে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়াইয়া পড়িবার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার অন্যতম কারণ অপসংস্কৃতি—অসুস্থ বিনোদন চর্চা। সুস্থ বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিলে তাহারা জীবনমুখী হইত, অপরাধে জড়াইবার সুযোগ থাকিত কম। খেলার মাঠসহ বিনোদনমূলক মাধ্যমগুলি বিনষ্ট করিয়া তাহাদেরকে যে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সমাজকে এখন তাহার মাসুল গুনিতে হইতেছে।

গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, প্রতি পাঁচ হাজার মানুষের জন্য একটি খেলার মাঠ থাকার কথা, যেইখানে প্রতিটি মাঠের আয়তন হইতে হইবে কমপক্ষে এক একর। অথচ এই অনুপাতের বিপরীতে রাজধানীতে খেলার মাঠ রহিয়াছে প্রয়োজনের শতকরা এক ভাগেরও কম। কী অদ্ভুত কথা! রাজধানীতে এখন খেলার মাঠের সংখ্যা সাকুল্যে ৪০টির মতো। দেশের সর্বত্রই একই রকম চিত্র। খেলাধুলার পরিবেশের এই অপর্যাপ্ততা মানুষকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে সংকীর্ণ বলয়ে। প্রযুক্তিপণ্যে তাহারা বিনোদনের আশ্রয় খুঁজিয়া লইতেছে; ডিভাইসে অতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক তরুণ-তরুণীর মধ্যে বাড়িতেছে প্রযুক্তিপণ্যের অপব্যবহার। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়াইয়া পড়িতেছে তাহারা। সাম্প্রতিক সময়ে বড় অপরাধকর্মে নাম আসিতে দেখা যাইতেছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের—ইহার জন্য দায়ী সাংস্কৃতিক অপঘাত: খেলার মাঠের বিনাশ, সুস্থ বিনোদনের অভাব, প্রযুক্তিপণ্যের অপব্যবহারের মাধ্যমে 'অপসংস্কৃতির চর্চা'। এর দায় সমাজের কতিপয় অপরিণামদর্শী ব্যক্তি-গোষ্ঠীর। উপরন্তু পরিবারের পাশাপশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও এক্ষেত্রে নির্বিকার; সুস্থ-স্বাভবিক পরিবেশ নিশ্চিতে ব্যর্থতার দায় বর্তায় তাহাদের উপরও। যত্রতত্র গজাইয়া উঠিয়াছে শিক্ষালয়। নামসর্বস্ব সাইনবোর্ডে আবাসিক ভবনেই চলিতেছে শিক্ষাকার্যক্রম—নাই ক্যাম্পাস, বিনোদনের ব্যবস্থা, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম। একইভাবে দেশের ক্রীড়া হইতে ইনডোর গেম জাতীয় বিনোদন ব্যবস্থাগুলিও বিলুপ্ত হইয়াছে। এই চিত্র মানিয়া লওয়া দুষ্কর।

এমতাবস্থায়, অন্ধকার অপসংস্কৃতি হইতে এই প্রজন্মকে বাহির করিবার স্বার্থে সুস্থ বিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে সত্বর ভাবিতে হইবে। ডিভাইসের পরিমিত, প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার নিশ্চিতে পরিবার—অভিভাবককে দায়িত্ব লইতে হইবে। সহশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বইপড়া, ভ্রমণ জাতীয় উদ্যোগ ছাড়াও কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অপসংস্কৃতি হইতেই সকল অপকর্ম ঘটিতেছে বিধায় এই প্রবণতা রুখিতে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে তাই সর্বাগ্রে জরুরি খেলার মাঠ, পার্ক, বিনোদনের স্থানগুলির সংরক্ষণ।

জৈন্তাপুরে টিলা ধসে এক পরিবারের চার জনের মৃত্যু

P-1, Ittefaq, 7 June 2022

■ জৈন্তাপুর (সিলেট) সংবাদদাতা

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার চিকনাগুল ইউপির পূর্বসাতজনি গ্রামে টিলা ধসে শিশু, নারীসহ চার জন নিহত হয়েছে এবং আট জন আহত হয়েছে। এলাকাবাসী জহিরুল ইসলাম, জামশীর আলমসহ একাধিক ব্যক্তি জানান, গতকাল সোমবার ভোর চৌর এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—পূর্বসাতজনি গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে জুবায়ের আহমদ (৩৫), তার স্ত্রী মোছা. সুমি বেগম (৩০), জুবায়ের আহমদের ছেলে সাফি আহমদ (২) এবং জুবায়ের আহমদের ভাই মাওলানা রুকিব আহমদের স্ত্রী মোছা. শামীমা বেগম (৪৮)।

আহতরা হলেন—আব্দুল করিম (৮০), খয়রুন নেছা (৭৫), মাওলানা রুকিব আহমদ (৬০), ফাইজা বেগম (২০), লুবনা বেগম (২০), রাকিবুল ইসলাম (১০), মেহেরুন নেছা (৮) এবং হামদান (৩)। ঘটনার পরপর এলাকাবাসী মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে দ্রুত ছুটে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে।

অপর দিকে ঘটনার সংবাদ পেয়ে সিলেট ফায়ার সার্ভিস উপ-পরিচালক মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে জালালাবাদ ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের সদস্য ও জৈন্তাপুর থানা পুলিশের টিম ও গ্রামবাসী পাঁচ জনকে আহত এবং চার জন নিহতকে উদ্ধার করে। আহতদের সিলেট শহরের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সিলেট দমকল ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ও জালালাবাদ সেনানিবাস ফায়ার সার্ভিস ইউনিট ও জৈন্তাপুর থানা পুলিশের একটি টিম এলাকাবাসীর সঙ্গে উদ্ধার কাজ করে।

জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম দস্তগির আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় পাঁচ জনকে আহতাবস্থায় এবং চার জনকে মৃত উদ্ধার করি।

সুরমা-কুশিয়ারায় বাড়ছে পানি, সিলেটে ফের বন্যার আশঙ্কা

P-15, Ittefaq, 4 June 2022

■ সিলেট অফিস

সিলেটে আবারও বন্যার আশঙ্কা করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গত মাসেই সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে ভয়াবহতম বন্যা হয়ে যায় সিলেটে। ১১ মে থেকে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা দেখা দিলে তলিয়ে যায় নগরীর বিভিন্ন এলাকাসহ ১২টি উপজেলা। এই বন্যার রেশ কেটে না যেতেই আবারও সিলেটে বন্যার আশঙ্কায় বিশেষ করে হাওরবাসী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আগের বন্যায় কৃষি, সড়ক, বাঁধ, ঘরবাড়ি ও মাছের খামারের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সিলেট ও সুনামগঞ্জে ক্ষতির পরিমাণ এখনো পুরোপুরিভাবে না হলেও হাজার কোটি টাকার কথা বলা হচ্ছে। এখনো এ দুই জেলার নিম্নাঞ্চলগুলোতে পানি রয়েছে। এখন নতুন করে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়ায় নদী ও হাওর তীরের মানুষেরা উদ্বিগ্ন। গত বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি হচ্ছে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, বৃষ্টি আরো বাড়তে পারে। এতে সুরমা-কুশিয়ারা অববাহিকায় বন্যা দেখা দিতে পারে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, সিলেটে সুরমা-কুশিয়ারা নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় কানাইঘাটে ৬৭ মি.মিটার ও সিলেটে ৯৭ মি.মিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। ভারতের বরাক নদীর পানি অমলসিদ পয়েন্টে বেড়ে কুশিয়ারা ও সুরমায় চাপ সৃষ্টি করেছে। নদনদী বিপৎসীমা অতিক্রম না করলেও কাছাকাছি চলে এসেছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মো. আজিজুর রহমান বলেছেন, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা সিলেটসহ বিভিন্ন স্থানে চলতি মাসে স্বল্পমেয়াদি বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। তিনি জানান, ভারী বর্ষণের কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চল, উত্তর মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কিছু স্থানে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার তাপপ্রবাহও বয়ে যেতে পারে এ মাসে। আজিজুর রহমান সংবাদ মাধ্যমকে জানান, চলতি মাসের প্রথম ১০ দিনে সারা দেশে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষার বিস্তার ঘটতে পারে। এ মাসে বঙ্গোপসাগরে এক থেকে দুটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে; এর মধ্যে একটি মৌসুমি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

প্রতিদিন ২ হাজার মানুষ ঢাকায় আসছে

1-3
Ittefaq
12 June 2022

—মেয়র আতিক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার মানুষ ঢাকা শহরে চলে আসছে। ক্রমাগত নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা ঢাকা শহরে বেড়েই চলছে। নিম্ন আয়ের এই বিশাল সংখ্যার মানুষের পুনর্বাসন ও জীবনমান উন্নয়ন করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যবস্থা নিতে হবে। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'নগরে নিম্নবিত্তের আবাসন-বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। 'দেশের সব অভিবাসীর গন্তব্যস্থান হয়ে গেছে ঢাকা শহর। যুগ যুগ ধরে এই ঢাকা শহর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। রাজউকের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী হাউজিং সোসাইটিগুলো তাদের আবাসন প্রকল্প সম্পন্ন করছে না। আমি রাজউকসহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে অনুরোধ করছি, অপরিকল্পিতভাবে যেন আর আবাসন প্রকল্প গড়ে না উঠে সেটি তদারকি করতে হবে। পরিবেশের ক্ষতি করে যেন কোনো দালান নির্মাণ না করা হয়।' বক্তৃতা শেষে ডিএনসিসি মেয়র বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. সত্য প্রসাদ মজুমদারের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল জাব্বার খান এবং পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সচিব মামুন আল রশীদ। সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণার ওপর আলোচনা করেন রাজউক চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান মিঞা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের সঙ্গে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহ. আমিরুল ইসলাম এবং প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মাকসুদ হাসেম।